মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২১

SHARE FACTS ON DRUGS Save lives

"মাদক বিষয়ে হই সচেতন, বাঁচাই প্রজন্ম, বাঁচাই জীবন"

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ আষাঢ় ১৪২৮
২৬ জুন ২০২১

বাণী

মাদকবিরোধী জনসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী চলমান প্রয়াসের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২১' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও বর্তমানে এদেশের যুব সমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি এবং এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে উঠেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে অবৈধ মাদক ব্যবসা ও মাদকাসক্তির গভীর যোগসূত্র রয়েছে। মাদকদ্রব্য আমাদের জনস্বাস্থ্য, শান্তি-শৃঙ্খলা, আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই মাদক নিয়ন্ত্রণে চলমান সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রয়াস এবং কার্যক্রমের সঙ্গে বাংলাদেশ একাত্মতা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ মাদক নিয়ন্ত্রণের সকল আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষরদাতা। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সাথে বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদে মাদক নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি বিধৃত আছে। এ মূলনীতি এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহের রূপরেখা বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে দেশের সীমান্ত ও উপকূলীয় এলাকায় সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর টহল জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করি, নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশে মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে এবং দেশের যুব সমাজ সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাবে।

মাদকাসক্তি একটি বহুমুখী ও বহুমাত্রিক জটিল সমস্যা। কোনো একক সংস্থার পক্ষে যেমন এ জটিল সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব নয়; তেমনি শুধু আইনের প্রয়োগ করেও এর নিরসন সম্ভব নয়। দেশের যুব সমাজকে মাদকের নীল দংশন থেকে রক্ষা করতে সমাজের সকল স্তরে মাদকের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মাদকের বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শক্ত পারিবারিক বন্ধন সন্তানকে মাদক জঙ্গিবাদের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখে, তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে আমি সরকারি বেসরকারি সকল সংস্থা, এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২১' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আষাঢ় ১৪২৮
২৬ জুন ২০২১

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেন। আমাদের সংবিধানের ১৮ (১) নম্বর অনুচ্ছেদে মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্য হানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা রয়েছে। মাদকের ছোবল থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করতে আমরা নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। আমাদের সরকার গত অর্থবছরে ৯১টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে অনুদান প্রদানের পাশাপাশি চলতি অর্থবছরে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। ইতোমধ্যে সরকারি অর্থায়নে ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটির আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজির লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও দেশে মাদকাসক্তি পর্যায়ক্রমে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুবঋণ দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের আইটি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ফলে কর্মসংস্থান বেড়েছে। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, এতে ১ কোটির বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আমাদের সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে সীমান্ত এলাকায় অবৈধ পাচার অনেক কমে এসেছে এবং আরও কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদক নিরোধ শিক্ষা, মাদকবিরোধী জনসচেতনতার বিকাশ, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিক আন্দোলন এবং মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রকার প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমি মাদক সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক, সকল ধর্মের নেতৃবৃন্দ, পিতা-মাতা, সুশীল সমাজ, অভিভাবকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম

ভূমিকা : মাদক সমস্যা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা। মাদকাসক্তি একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করার পাশাপাশি তার জীবনের সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। বস্তুতঃ এ ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধকল্পে গণসচেতনতা সৃষ্টি, মাদকের ভয়াবহতার মর্মস্পর্শী ও করুণ চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে মাদকবিরোধী ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাই মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাদকের বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স নীতি" বাস্তবায়নের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত দিবসটির এবছরের প্রতিপাদ্য - "Share Facts on Drugs. Save Lives" (মাদক বিষয়ে হই সচেতন, বাঁচাই প্রজন্ম, বাঁচাই জীবন)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন :

ভিশন : মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

মিশন : দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার করা, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

সাংবিধানিক ভিত্তি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি:

"আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৩ টি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা:
ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)
খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) ও
গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

ক) চাহিদা হ্রাস : কোভিড-১৯ ভাইরাসের কারণে মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষামূলক গতানুগতিক প্রচার কার্যক্রমের পরিবর্তে অধিদপ্তর কর্তৃক ভিন্ন আঙ্গিকে সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জ্যামিতি বক্স ও স্কেল বিতরণ : কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত ৪,৯৮,০০০ টি জ্যামিতি বক্স ও ৮,৫৮,৫০০ টি স্কেল বিতরণ করা হয়েছে।

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ফেস্টুন বিতরণ : শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে 'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' সম্বলিত ৪০,০০০ টি ফেস্টুন তৈরি করে ১৮,৯০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে লাগানো হয়েছে। ২০১৯ সালে ২০,৩৮০ এবং ২০২০ সালে ১২,৮৭৬ টি ফেস্টুন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও সরকারি বেসরকারি দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে।

ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন : মাদকবিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর টিভিসি (বিজ্ঞাপন), ফিলার, আধুনিক ও আকর্ষণীয় ফিলার বিজ্ঞাপন, নাটক, নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নিয়মিতভাবে প্রচার করছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বেসরকারি টিভি চ্যানেলে "মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন" নামীয় ২০ পর্বের মাদকবিরোধী টকশো নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়াকে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook Page (Department of Narcotics Control)- এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন।

মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রমে LED বিলবোর্ড ও কিয়স্ক (KIOSK) এর ব্যবহার : দেশের প্রতিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ০৫ টি বিভাগীয় ও জেলা শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কক্সবাজার ও কুমিল্লা) "Full Coloured Outdoor LED Display Billboard" স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কিয়স্কসমূহ ও ০৫ টি LED Billboard এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, ফিলার এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ প্রচার করা হচ্ছে।

খ) সরবরাহ হ্রাস : মাদকদ্রব্যের সরবরাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অপারেশনস ও গোয়েন্দা অধিশাখার তত্ত্বাবধানে সারাদেশে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক, মামলা রুজু, অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত আসামীর পরিসংখ্যান :

বছর	মামলা	আসামী
২০১৬	৯,৭৭৩	১০,৪৬৫
২০১৭	১১,৬১২	১২,৬৫১
২০১৮	১৩,৭৯৩	১৫,১১৬
২০১৯	১৭,৩০৫	১৮,৩৪৬
২০২০	১৭,৩০৪	১৮,৩২১

২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান :

সাল	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার	সাজাপ্রাপ্ত আসামী
২০১৬	১৩,৫৪১ টি	৬,৪৩০ টি	৬,৫৯২ জন	৬,৫৯১ জন
২০১৭	১২,২১২ টি	৫,৯৯১ টি	৬,০৪৪ জন	৬,০৪৪ জন
২০১৮	১৩,৮২১ টি	৬,৭৭৬ টি	৬,৮৬৬ জন	৬,৮৬৬ জন
২০১৯	১৮,৪২৪ টি	৯,৪৪৫টি	৯,৪৮৩ জন	৯,৪৮৩ জন
২০২০	২৩,১৯৩ টি	১০,৪৭১ টি	১০,৪৯৮ জন	১০,৪৯৮ জন

গ) ক্ষতি হ্রাস : মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বাধ্যতামূলক। এভাবে মাদকাসক্ত নাগরিকদের চিকিৎসা সেবাদানের কার্যক্রম সরকারের একটি কল্যাণমূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত।

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম :

বিশ্বমানের নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : মাদকাসক্ত লোকের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে একটি জরিপের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২০১৯ সালে একটি টিম ভারত ও নেপাল সফর করেন এবং সেখানকার বিশ্বমানের বিভিন্ন নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশ্বমানের নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

ইকো প্রশিক্ষণ : Colombo Plan Gi Aaxb এর আওতায় **International Centre for Certification and Education of Addiction professionals (ICCE)** এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলর এরূপ ১৪ জন ব্যক্তিকে ৯টি কারিকুলামের উপর **Training of Trainers (TOT)** প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে ২৩ টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। উক্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক **(National Trainers)** দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। ২০১৯ সালে ৪৯২ জন ও ২০২০ সালে ১৮৯ জন এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯৬ জন ৮ টি কারিকুলাম সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ জন কৃতকার্য হন। এদিকে বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্ল্যানের **Universal Treatment Curriculum** অনুসারে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট এবং সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

Central Treatment Centre (CTC) কে আধুনিকীকরণে প্রকল্প গ্রহণ : ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন দপ্তরের একটি টিম ভারতের মুম্বাই, নয়াদিল্লী, আহমেদাবাদ ও গুজরাটে বিভিন্ন নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সে অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সুপরিকল্পিত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে CTC কে আধুনিকীকরণের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। প্রকল্পের আওতায় নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। বেড বাড়বে হাসপাতালে, মাদকমুক্ত করে পুনর্বাসন করা হবে মাদকসেবীদের। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় একটি আন্তর্জাতিক মানের মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে নানা ধরণের কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেয়া হবে। বর্তমান সরকার দেশে মাদকাসক্তিমুক্ত, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বদ্ধ পরিকর। এজন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৭ টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প : দেশে ৭ টি বিভাগীয় শহরে তৈরি হচ্ছে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদকের ভয়াবহ ক্ষতি হ্রাসে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ :

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২০) এর সাথে সংগতি রেখে প্রোপটেক্ট বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- মাদকবিরোধী সরকারি/ বেসরকারি যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, পরামর্শ প্রদান ও মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি রয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি', সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে 'জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি', জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ে 'জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি' এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে 'উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি' রয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি; সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে 'এনফোর্সমেন্ট কমিটি' এবং সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নেতৃত্বে 'মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি' মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
- এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি এবং কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচার বিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বর্ণিত কমিটি প্রয়োজন অনুসারে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে।
- মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য সহকারী পরিচালক এর নেতৃত্বে একটি টিম কাজ করছে। মূলতঃ নৌপথে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং সড়কপথে পাহাড়ি ৪৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধকল্পে টেকনাফ বিশেষ জোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকনাফ এলাকায় মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ১টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও **UNODC** কর্তৃক প্রদত্ত দু'টি স্পিডবোটের মাধ্যমে নাফ নদীতে সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলায় আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য অনুদান হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে যা ইতোমধ্যে ১৩৭ টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২০) সময়োপযোগী করে প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। নতুন এ আইনে মাদক ব্যবসার নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে মোট মঞ্জুরীকৃত পদ ৩,০৫৯ টি। বর্তমানে কর্মরত আছে ১,৪৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। ১,৬০৩ টি শূন্যপদের বিপরীতে প্রায় ৭০০ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া জুন, ২০২১ এর মধ্যে শেষ হবে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে বহুল প্রতীক্ষিত রেশন (১০ম গ্রেড হতে তদনিম্ন পর্যায়) ও তদন্ত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। যা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২০) এর ধারা ৬৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পোশাক বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন করেছেন।
- অনলাইনে মাদক কেনা-বেচা, ফেইসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাদকের ব্যবসা ডার্ক ওয়েব ও ক্রিপ্টোকারেন্সী ব্যবহারের মাধ্যমে মাদক ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম প্রতিহত করা জন্য সাইবার ইউনিট প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি।
- অন্যান্য দেশের ন্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে অস্ত্র প্রয়োজন।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২০) এর সাথে সংগতি রেখে প্রোপটেক্ট বিধিমালা; এ্যালকোহল বিধিমালা; লাইসেন্স, পারমিট, ফিস ও মাদকতক্ষ বিধিমালা; আটককৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ২০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে।
- দেশের ০৪ টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- মাদক নিয়ন্ত্রণে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে অনলাইন প্লাটফর্ম জুম (**Zoom**) এ চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বাংলাদেশে মাদক সংক্রান্ত অপরাধ কমিয়ে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে **The Korea International Cooperation Agency (KOICA)** এর সহায়তায় ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে **'Illicit Drug Eradication and advance Management through IT (I DREAM it)'** শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ :

- **দক্ষতা:** মাদক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাত্ত্বিক, পেশা ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান-দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তরের জনবলকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।
- **নতুন মাদক:** প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন মাদকের আবির্ভাব ঘটছে। সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস যেমন: ইয়াবা (মিথাইল অ্যামফিটামিন), কিটামিন, ক্রিস্টাল আইস (অ্যামফিটামিন), ও এলএসডি এর অনুপ্রবেশ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণা সেল তাহার এ মাদক ঠেকাতে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকা হয়ে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধের কৌশল নিয়েও কাজ করছে।
- **ইয়াবার আগ্রাসন:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তথা দেশবাসীর জন্য বর্তমানে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইয়াবা নামক মাদকটির প্রসার রোধ করা। এর বিস্তার শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ঘটেছে। ইয়াবা বহন করা সহজলভ্য বিধায় এর বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **কালো টাকা :** মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের কালো টাকার প্রভাবে সারা বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে মাদক ব্যবসায়ীদের প্রভাব ও প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আষাঢ় ১৪২৮
২৬ জুন ২০২১

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০২১ উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র ও একটি স্যুভেনির প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে উৎসর্গ করে স্যুভেনিরটি প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও দেশের অর্থনীতি অত্যন্ত হুমকির মুখে পড়েছে। মাদকের করাল গ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা, বিশেষ করে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে বর্তমান সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে মাদকদ্রব্যের প্রসার প্রতিরোধে "জিরো টলারেন্স" অনুসরণের অনুশাসন দিয়েছেন। পাশাপাশি মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসা ও তাদের পুনর্বাসনের বিষয়েও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মাদক অপরাধ দমনে এ সংক্রান্ত আইন যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে এ আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাজে আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের তরুণরা যাতে মাদকাসক্তিমুক্ত পরিবেশে তাদের মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে লালন করতে পারে সেজন্য সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম. পি

সভাপতি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৬ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

২৬ জুন, ২০২১ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একটি স্যুভেনির ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালনের মাধ্যমে মাদক বিরোধী ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়। মাদকের ভয়াল থাবা থেকে বিশ্বের কোন দেশই আজ মুক্ত নয়। বাংলাদেশেও মাদকের ভয়ঙ্কর অপরাধী চক্র গড়ে উঠেছে এবং এ চক্র আমাদের তরুণ সমাজকে মাদকের বেড়াজালে বেঁধে ফেলেছে। মাদকের কারণেই বৃদ্ধি পাচ্ছে সন্ত্রাস ও বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ তথা সামাজিক অপরাধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গঠন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদক নিয়ন্ত্রণে "জিরো টলারেন্স" নীতি প্রদর্শনের ঘোষণা দিয়েছেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও ভিডিপি, র‍্যাব, কোস্টগার্ডসহ দেশের সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকারের ডোপটেস্ট কর্মসূচিসহ বহুমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে আমরা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এক ধাপ এগিয়ে যাব বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের দেশকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করব, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

আমি দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শামসুল হক টুকু, এম.পি

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২৮
২৬ জুন ২০২১

বাণী

আজ ২৬ জুন ২০২১। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। বিশ্বকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি বছর ২৬ জুন এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপিত হয়। দিবসটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

যুব সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। মাদক আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে; আমাদের সামাজিক স্থিতিশীলতা, নৈতিকতা এবং সামগ্রিক উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অবৈধ মাদক পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা" প্রদর্শনের অনুশাসন প্রদান করেছেন যা বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান সরকার মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ (অধ্যায় ১৭, ১৮), ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (অধ্যায় ১.৫), রূপকল্প-২০২১, এসডিজি ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৯ এর নির্বাচনী ইশতেহারেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নির্মূলে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাজকে গতিশীল করবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ডসহ দেশের সকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাদক নির্মূলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত এ দিবস উদযাপনের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ বছর দিবসটি উদযাপনে আমাদের শপথ হোক-**"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, মাদক করবো পরিহার।"**

দিবসটি উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২৮
২৬ জুন ২০২১

বাণী

মাদকাসক্তি বর্তমান সময়ে একটি বিশ্বজনীন জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী তারুণ্যের বিকাশ ও আলোকিত উন্নয়নের পথ মাদকের কালো আগ্রাসনের কারণে আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। যৌবনের অসীম উদ্যম, অদম্য শক্তি, জয়ের নেশা আজ মাদকের ছোবলে বারবার বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে বিভিন্ন দেশ যখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেই সময়ে বেশকিছু ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমাদের বাংলাদেশ। মাদক আগ্রাসন প্রতিরোধের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর কৌশল গ্রহণের প্রেক্ষাপটে আজ ২৬ জুন, ২০২১ তারিখ পালিত হচ্ছে "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস"। এবছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় "মাদক বিষয়ে হই সচেতন, বাঁচাই প্রজন্ম, বাঁচাই জীবন"।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার দেশে মাদকাসক্তিমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বলিষ্ঠ উদ্যোগ রাখছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা রয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারে ৩.১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে "মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে"। নির্বাচনী ইশতাহারে আরো উল্লেখ রয়েছে "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান বাড়ানো হবে"। নির্বাচনী ইশতেহারের উপরিবর্ণিত বিষয় বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। কোভিড-১৯ এর মহামারীর সময়েও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মীগণ। ডগ স্কোয়াড, আধুনিক অ্যানালাইজার, ড্রাগ ডিটেকটিং ডিভাইস ও আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন এবং জনবল-লজিস্টিক সাপোর্ট বাড়ানোর মাধ্যমে অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটাল প্রচারে এলইডি বিলবোর্ড ও কিয়স্ক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রণীত হয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২০)। মাদক ব্যবসা ও পাচারের কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এখন আরও কার্যকর ভূমিকা রাখছে। সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে অন্যান্য বাহিনীর সাথে।

জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত 'মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

জাতিসংঘ ঘোষিত এ দিবস উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার